পাঠ পরিকল্পনা-১৪ (শ্রেণি : নবম)

অধ্যায়-২ : শরিয়তের উৎস

পাঠ-৩ : আল কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণ

সময় : ৩৫ মিনিট

সময়	বিবরণ
৫ মিনিট	উপস্থিতি পর্যালোচনা ও নতুন পাঠের উপর পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা- ১. কুরআন কখন গ্রন্থায়ন করা হয়? ২. কুরআনে ১১৪টি সূরার ধারাবাহিকতা কে নির্ধারণ করেন?
১০ মিনিট	**কুরআন সংরক্ষণ** যেহেতু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কুরআন নাযিল অব্যাহত ছিলো। তাই সে সময় কুরআন গ্রন্থায়ন করা হয়নি ; বরং সাহাবায়ে কিরাম রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশনা অনুসারে নিজস্ব পরিমণ্ডলে যে যতটুকু পারতো কুরআন সংরক্ষণ করতেন। নিম্নে কুরআন সংরক্ষণের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হলো। **১. কুরআন সংরক্ষণে মহানবী (সা.)-এর ব্যাকুলতা ও সংরক্ষণের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নিশ্চয়তা** কুরআন নাযিলের সাথে সাথে মহানবী (সা.) তা মুখস্থ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। তাই মহান আল্লাহ তাঁকে ব্যাকুল না হয়ে স্বাভাবিকভাবে পড়তে বলেন এবং মহান আল্লাহ নিজেই এ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন বলে নিশ্চয়তা দেন। **২. কুরআন মুখস্থ করে সংরক্ষণ :** আরবদের স্মরণশক্তি ছিলো খুবেই প্রখর। তাই সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের আয়াতসমূহ শুনার সাথে সাথে মুখস্থ করে নিতো এবং তারা সেগুলো আর ভুলে যেতো না। **৩. বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে সংরক্ষণ :** কুরআন কেবল পাঠ করার জন্য নাযিল হয়নি ; বরং কুরআন পাঠ করার পাশাপাশি তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগের নির্দেশনা রয়েছে। এমনকি নামাযে সাহাবায়ে কিরাম কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমেও কুরআন সংরক্ষিত হয়। তাই সাহাবায়ে কিরাম কুরআনের আয়াত শুনার সাথে সাথে তার নির্দেশনা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতেন। এ লক্ষ্যে সাহাবায়ে কিরাম নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে এমনকি দাওয়াতি কাজে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে কুরআনের আয়াতের আলোকে আমল করতেন। এভাবে কুরআনের বাণী সংরক্ষিত হয়। **৪. কুরআন লিখে সংরক্ষণ :** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কুরআন লিখে রাখতে একদল সাহাবীকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়েছেন। তাদেরকে কাতেবে ওহী বলা হয়। এদের সংখ্যা ৪২ জন। কাতেবে ওহীগণ সর্বদা নবী করীম (সা.)-এর সাথে থাকতেন, যখনই কুরআন নাযিল হতো তা রাসূল (সা.) থেকে শুনে চামড়া, গাছের ছাল, কাপড়, পাথর ইত্যাদিতে লিখে সংরক্ষণ করতেন।
৫ মিনিট	**কুরআন সংকলন (একত্রায়ন/গ্রন্থায়ন)** প্রিয় শিক্ষার্থীরা, শুরুতেই একটি ভুল সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। কুরআনের সাথে সংকলন শব্দ প্রয়োগে ভুল। সংকলন হলো কোনো বিষয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্যাবলি একত্রায়ন, যাতে সংকলনকারী নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে যেগুলো ভালো মনে করেছেন সেগুলো সংকলন করেন আর যেগুলো প্রয়োজন মনে করেননি সেগুলো বাদ দেন। যেমন- 'বুখারী শরীফ' এটি একটি হাদিসের কিতাব, যাতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীসমূহ থেকে ৭৫৬৩টি হাদিস সংকলন করা হয়েছে। বাকীগুলো তিনি সংকলন করেননি। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী তথা হাদিস ৩ লক্ষাধিক। যা অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে সংকলিত আছে। এবার আসি কুরআনের ক্ষেত্রে কী এমনটা হয়েছে, কিছু সংকলন করা হয়েছে আবার কিছু করা হয়নি ? বা সংকলনকারী নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে সংকলন করা হয়েছে ? এর উত্তর হলো অবশ্যই না ! কুরআন লাওহে মাহফুযে যেভানে লিখিত আছে আমাদের কাছেও সেভাবে লিখিত কুরআন রয়েছে। সাহাবায়ে কিরাম মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা অনুসারে কুরআনের ১১৪ টি সূরা ও সেগুলোর আয়াত ধারাবাহিকভাবে একত্রায়ন করেছেন, যা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় কারো মুখস্ত, কারো আমল এবং কারো লিখিত দস্তাবেজে সংরক্ষিত ছিলো। এখানে কোনো একটি আয়াতও বাদ দেয়া বা নিজস্ব ভাবনায় আগ-পর করা হয়নি।
১০মিনিট	মহানবীর (সা.) আমলে তথা কুরআন নাযিল হওয়ার সময় হতেই এর লিপিবদ্ধ করণের কাজ সুচারুরূপে চলতে থাকে। তবে এ সময় একটি গ্রন্থে একত্রে কুরআন বর্তমান যেমন গ্রন্থাকারে পাওয়া যায়, সেভাবে ছিলো না। পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রথম খলিফা হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রা) ও তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা)-এর শাসন আমলে একই মাসহাফে কুরআনের গ্রন্থায়নের কাজ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। মনীষী হাকিম তদীয় গ্রন্থ 'মুস্তাদরিকে' উল্লেখ করেছেন যে, কুরআন মাজিদ তিনবারে গ্রন্থায়নের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে– **ক. মহানবী (সা.)-এর আমলে** **১. রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক গ্রন্থায়ন পদ্ধতি :** স্বয়ং রাসূলের নিকটও কুরআনের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। যেমন, ইবনে আব্বাস ও ইবনুল হানাফিয়া বর্ণনা করেন- "রাসূলুল্লাহ (সা.) মলাটের মধ্যে গ্রন্থিত পুরো কুরআনের পাণ্ডুলিপি ছাড়া অন্য কিছু রেখে যাননি।" (বুখারি, হাদিস নং : ৫০১৯) **২. সাহাবিগণের লিখনী :** মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আমলে তথা কুরআনের ওহী নাযিল হওয়াকালীন পবিত্র কুরআনকে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে রূপদান করা সম্ভব হয়নি। কেননা, তখনও ক্রমাগতভাবে কুরআন অবতীর্ণ হচ্ছিল। তবে এ সময় কুরআন মাজিদ নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তা লিখে রাখা হতো। ওহী লেখক সাহাবীগণ পালাক্রমে রাসূলের (সা.) কাছে থাকতেন এবং যখন যা নাযিল হতো, তা লিখে রাখতেন। এভাবে সকলের কাছে পূর্ণাঙ্গ কুরআন মজিদ বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত ছিল। জনগণ তা দেখে দেখে পাঠ করতেন, শিক্ষা দিতেন এবং গবেষণা করতেন।

	খ. প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর আমলে কুরআন সংকলন হযরত আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম কুরআন একত্রায়ন বা গ্রন্থায়নের কাজ করেন। এর পেছনে দুটি কারণ ছিলো- **প্রথম কারণ- হাফেজে কুরআন সাহাবীদের ইন্তেকাল :** রাসূল (সা.) তিরোধানের পর ইসলামি সাম্রাজ্যের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত আমলে ইসলাম বিরোধী চক্র ও ভণ্ড নবীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদে বিশেষত মুসায়লামার বিরুদ্ধে ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের বহু হাফিয সাহাবি শাহাদাতবরণ করেন। এভাবে হাফিযগণ শাহাদাত বরণ করতে থাকলে কুরআন মজিদ সংরক্ষণ করা দুরূহ হয়ে পড়বে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দূরদর্শী হযরত উমর (রা) খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-কে কুরআন সংগ্রহ করে একত্রে একটা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাকারে গ্রন্থিত করার সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। **দ্বিতীয় কারণ- লিখিত বস্তুগুলোর একত্রিকরণ :** মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় কুরআনের যেসব পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয়েছিল, তা একই গ্রন্থে গ্রন্থিত ছিল না; বরং তা বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন চামড়া, হাড়, গাছের পাতা ও বাকল, পাথর প্রভৃতির ওপর লিখিত ছিল। যা একত্রে গ্রন্থায়ন করা জরুরী হয়ে পড়ে, যাতে মানুষ সহজে তা সংরক্ষণ করতে পারে এবং পড়তে পারে। **কুরআন গ্রন্থায়ন কমিশন গঠন :** হযরত আবু বকর (রা) মহানবীর (সা.) "ওহী লিখন দফতরের" প্রধান সচিব হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা)-কে প্রধান করে একটি "কুরআন গ্রন্থায়ন কমিশন" গঠন করেন। এ কমিটি অনেক পরিশ্রম করে কুরআনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিশুদ্ধ গ্রন্থায়ন করেন। এ গ্রন্থায়নে চারটি প্রন্থা অবলম্বন করা হয়- ১. হাফিজ সাহাবীদের হিফজের সাথে মিলিয়ে আয়াতের বিশুদ্ধতা যাচাই। ২. হযরত উমর (রা.)-এর হিফযের সাথে মিলিয়ে আয়াতে বিশুদ্ধতা যাচাই। ৩. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতিতে লিখিত হওয়ার ব্যাপারে ন্যূনতম দুজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ। ৪. চূড়ান্তভাবে লিখিত আয়াতগুলো অন্যান্য সাহাবির সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা ও যাচাইকরণ। তারপর হযরত আবু বকর (রা)-এর হুকুমে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) সেগুলোকে একত্রে গ্রন্থাবদ্ধ করেন। তারপর একে রাষ্ট্রীয়ভাবে হিফাজত করা হয়। পরে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রা) ইন্তেকালের পর নবীপত্নী উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার (রা) নিকট তা সংরক্ষিত থাকে। **গ. তৃতীয় খলিফা ওসমানের (রা)-এর আমলে কুরআন সংকলন** মহানবী (সা.) সহজ করণার্থে আরবদের ৭টি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পড়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের (রা) খিলাফত আমলে ইসলাম আরব সীমান্ত পেরিয়ে পারস্য ও রোমের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কুরআনের পঠনে আঞ্চলিক ভাষা ও উচ্চারণের প্রভাবে কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠে বিঘ্ন দেখা দেয়। এ অবস্থা অবলোকন করে হযরত ওসমান (রা) উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ''যায়েদ ইবনে সাবিতের" নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি সংস্থা গঠন করেন। এ সংস্থা মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে ৭টি পঠনরীতির পরিবর্তে একই পঠন রীতিতে কুরআনের "মাসহাফ" তৈরি করেন, যাতে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা থেকে নির্ধারিত ক্রমধারা অনুসারে কুরআনের ১১৪টি সূরা ও আয়াত একত্র করা হয়। আর তার অনুলিপি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। আর সতর্কতার জন্য পূর্বের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা শুদ্ধ, অশুদ্ধ ও আঞ্চলিক উচ্চারণের কুরআনের সমস্ত অংশ বা কপি যার কাছে যা ছিল, তা সংগ্রহ করে নেয়া হয়। আর তা আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। এভাবেই কুরআন মাজিদ সংরক্ষিত হয়। এভাবে পবিত্র কুরআন তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের (রা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গ্রন্থিত হয়। তাঁর এ গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামি জাহান তাঁকে 'জামিউল কুরআন' বা 'কুরআন একত্রায়নকারী' উপাধিতে বিভূষিত করেন। হযরত ওসমান (রা)-কে (جَامِعُ الْقُرْاٰنِ) জামিউল কুরআন বলার অর্থ হচ্ছে- তিনি তাঁর খিলাফতকালে মুসলমানদেরকে কুরআনের একই লিখন ও পঠনরীতিতে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। **কুরআনে হরকত তথা স্বরচিহ্ন সংযোজন :** ইসলামের প্রাথমিক যুগে হরকতসহ কুরআন পড়া হতো। তবে আরবের লোকেরা হরকত ছাড়াই কুরআন পড়তে পারার কারণে হরকত দিয়ে কুরআন লিখা হয়নি। পরবর্তীতে কুরআন বিভিন্ন দেশের লোকদের পড়ার অসুবিধা দূরীকরণে ইরাকের উমাইয়া শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হরকত সংযোজন করেন। **কুরআন মুদ্রণ :** মুদ্রণযন্ত্রের প্রচলন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কুরআন হাতেই লিখা হতো। প্রত্যেক যুগেই এমন এক দল নিবেদিতপ্রাণ লোক ছিলেন, যাঁদের একমাত্র সাধনা ছিল কুরআন লিপিবদ্ধ করা। ১১১৩ সালে সর্বপ্রথম জার্মানির হামবুর্গ শহরে কুরআন মুদ্রিত হয়। সর্বপ্রথম মুসলমানদের দ্বারা কুরআন মুদ্রিত হয় মাওলানা উসমান কর্তৃক ১৭৮৭ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ শহরে। এরপর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে কুরআন মুদ্রিত হতে থাকে। **৩০ পারায় বিভক্তি :** হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ে কুরআন এভাবে ৩০ পারায় বিভক্ত ছিলো না। তবে ১১৪টি সূরা বর্তমান ধারাবাহিকতায়ই তখনও ছিলো। পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিসে ভিত্তিতে ৩০ দিনে কুরআন পড়ার সুবিধার্থে কুরআনকে ৩০ পারায় বিভক্ত করা হয়, সেভাবে সাহাবায়ে কিরাম ৭দিনে কুরআন পড়ার সুবিধার্থে ৭ মনযিলে কুরআনকে বিভক্ত করে পড়েন।
৫ মিনিট	**শিক্ষার্থীদের পিডব্যাক/পাঠোত্তর মূল্যায়ন** মোশাররফের বন্ধু অনামিকা ডি কস্তা। অনামিকা খ্রিস্টান ধর্মীলম্বী। কুরআন সম্পর্কে জানতে গিয়ে সে জানতে পারল, কুরআন একসঙ্গে নাযিল হয়নি; বরং এটি খন্ড খন্ডভাবে নাযিল হয়েছে। একদিন অনামিকা মোশারফকে প্রশ্ন করল, কুরআন তো খন্ড খন্ডভাবে নাযিল হয়েছে, আমরা কিভাবে বুঝব সংকলন সময় এর মাঝে কোনো রদবদল হয়নি? মোশাররফ জবাব দিল, গ্রন্থটি সংকলন হতিহাস পর্যালোচনা করলে তুমি নিজেই এর উওর উপলব্ধি করতে পারবে। ক. কুরআন নাযালি হওয়ার পূর্বে পবিত্র কুরআন কোথায় সংরক্ষিত ছিলো? খ. কুরআন আরবি ভাষায় নাযিল হওয়ার কারন ব্যাখা কর। গ. অনামিকা কুরআন নাযিল হওয়া সম্পর্কে প্রথমে যে বিষয়টি জানতে পারে, তা তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে ব্যাখা কর। ঘ. অনামিকা পৃথিবীতে কুরআন অবতারনের পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে যা জানতে পারবে, তা বিশ্লেষণ কর।